মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৫১৭৩ তারিখ : ০৩-১২-২০২৩ খ্রি.

বিষয় : তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : অভিযোগকারীর ২৬-১০-২০২৩ তারিখের আবেদন (আইডি- (২২৫৫৭)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন আলাইপুর রাজবাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক জনাব শুভঙ্কর মন্ডল একটি অভিযোগ দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন অতিসত্ত্বর নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া কপি সংযুক্ত

০৩-১২-২০২৩
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
০২৪৭৭৭৬২৭০৫

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বটিয়াঘাটা, খুলনা

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৫১৭৩(৬) তারিখ : ০৩-১২-২০২৩ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, খুলনা।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
৪। প্রধান শিক্ষক, আলাইপুর রাজবাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
৫। অভিযোগকারী, শুভঙ্কর মন্ডল।
৬। অফিস নথি।

০৩-১২-২০২৩
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

তারিখ : ২৬/১০/২০২৩

বরাবর,

চেয়ারম্যান,

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,যশোর

বিষয়- খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন আলাইপুর রাজবাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত ইং ০৩/১০/২০২৩ তারিখের কারণ দর্শানো নোটিশ ও ইং ১৮/১০/ ২৩ তারিখের সাময়িক বরখাস্তাদেশ স্থগিত পূর্বক রদ ও রহিত পূর্বক তদন্তকি পন্থায় অনুমোদিত কমিটির বাতিল করিবার আবেদন।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী শুভঙ্কর মন্ডল প্রধান শিক্ষক আলাইপুর রাজবাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বটিয়াঘাটা, খুলনা । ইং ০১/০১/১৭ তারিখ হতে অদ্যাবধি সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি গঠনের পর থেকেই অন্যায়, অত্যাচার, মানষিক নির্যাতন, ছাত্রছাত্রীদের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, পুকুরের মৎস্য শিকার করে আত্মসাৎ, কিশোরী শিক্ষার্থীদের শ্লীলতাহানীর প্রতিবাদ করায়, কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান ও বেআইনি ভাবে বরখাস্তাদেশ সহ এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি যার ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে বিধায় অত্র বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের স্বার্থে সভাপতি সহ দুর্নীতি কমিটির বিরুদ্ধে নিম্ন লিখিত দালিলিক ও প্রামাণ্য অভিযোগ করতে বাধ্য হলাম, বিধায় ক্ষমা প্রার্থী:

১। ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদিত হয় ইং ০৯/০৪/২৩ তারিখে। পূর্বের কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী সদস্য কো-অপ্ট করার নির্দেশনা থাকে প্রধান শিক্ষকের উপর। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ১ম সভা আহবানের নোটিশ প্রদানের পূর্বেই আইন পরিপন্থিভাবে সভাপতি জনাব অমলেশ মল্লিক মোবাইল ফোন মারফৎ সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভা ইং ২৪/০৫/২০২৩ তারিখ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সকল শিক্ষক কর্মচারীদের মাঝেই শুরু হয় আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নানা রকম অসম্মান জনক কথা । এর পর থেকে সভাপতি মহোদয় (৩৩ ধারা পরিপন্থি) নিজেই সভা আহ্বান করতে থাকেন। উক্ত সভাগুলোতে সকল শিক্ষক কর্মচারী উপস্থিত থাকেন। রেজুলেশন বহিতে রেজুলেশন লেখেন সভাপতির খয়ের খাঁ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব শেখর চন্দ্র মন্ডল । আর স্বাক্ষর করেন কমিটির সদস্যবৃন্দ।
সদস্য সচিব হিসাবে আমি কোন কথা বলতে গেলেই সকলের সম্মুখে অকথ্যভাষা ব্যবহার করে অপমান করতে থাকেন।রেজুলেশনে সভাপতি মহোদয় নিজে স্বাক্ষর না করে, রেজুলেশন আমাকে পড়তে না দিয়ে স্বাক্ষর করানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করেন, না জেনে শুনে আমি স্বাক্ষর করতে রাজি না হওয়ায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সহ দেখে নেওয়ার হুমকি প্রদান করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য নীরবে আমার শিক্ষিকা স্ত্রীকে নিয়ে তার বাসায় যাই কিন্তু কিছুতেই কোন সুরাহা করতে পারিনি। উদ্দেশ্য একটাই, প্রধান শিক্ষককে এখান থেকে অপদস্থ করে বিতাড়িত করে নিজের ইচ্ছামত তিনজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ বাণিজ্য করা।
২। ইং ৩০/০৭/২৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অতিগুরুত্ব পূর্ণ রেজুলেশন বহি ও নোটিশ খাতা সভাপতি মহোদয়ের নিকট দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আমি ০৭/০৮/ ২৩ তারিখে A/R/H/০৭/০৮ স্মারকের পত্রের মাধ্যমে সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করি যে, বিদ্যালয়ের গুরুত্ব পূর্ণ কাগজপত্র সহ সকল রেকর্ড পত্র

প্রধান শিক্ষকের নিকট সংরক্ষিত থাকবে (ধারা ৪৬ এর ১) যাহা হস্তান্তর যোগ্য নহে, কিন্তু তিনি তা মানতে চান না। ইং ০৩/০৯/২৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অতিগুরুত্ব পূর্ণ কাগজ পত্র যেমন - ১. কলামনার ক্যাশ বহি ২. সকল রশিদ ৩. ভাউচার ৪. ব্যাংক স্টেটমেন্ট ৫. চেক বহি ৬. রেজুশেলন বহি ৭. নোটিশ বহি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিরীক্ষা কমিটির প্রধান জনাব শ্রীনিবাস রায়ের নিকট অযথা কারণে বিধি বহির্ভূত ভাবে উপস্থাপন করার নির্দেশ দেন। আমি ইং ১৪/০৯/২৩ তারিখে A/R/H/০৯/০৯ নং স্মারকের পত্রের মাধ্যমে সভাপতি মহোদয়কে শ্রদ্ধা রেখে অনুরোধ করি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কবে কখন নিরীক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবগত নই। তাই কমিটি গঠন সম্পর্কিত তথ্য আমাকে সরবরাহ করলে আমি কমিটির চাহিদা মত প্রতিবেদন প্রস্তত করতে পারবো। কিন্তু তিনি কিছুই মানতে চান না।

৩। আমাকে বেআইনিভাবে চাকুরীচ্যুৎ করার উদ্দেশ্যে ইং ৩/১০/২০২৩ তারিখে সভাপতি মহোদয় স্বাক্ষরিত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করেন। যার কোন সিদ্ধান্ত ও রেজুলেশন, বিদ্যালয়ের রেজুলেশন বহিতে নেই। ইং ১০/০৮/ ২৩ তারিখে, সভাপতি মহোদয় স্বাক্ষরিত নোটিশে ইং ২৫/০৬/২০২৩ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১-০০ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের "প্রাঙ্গনে" সাধারণ সভা আহ্বান করেন। বিদ্যালয় "প্রাঙ্গনে" সাধারণ সভা" আইন ও নিয়ম পরিপন্থি ও অত্যন্ত ভীতিকর।কারন আগেও বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মৌখিক ভাবে সভা ডেকে,অনেক লোকের সমাগম ঘটিয়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করেছিলেন।ম্যানেজিং কমিটির সভা হবে অফিস কক্ষে বা কোন কক্ষে। যেখানে বাইরের লোকের উপস্থিতি থাকে সেখানে ম্যানেজিং কমিটির সভা হওয়া সম্ভব নয় এবং ইং ২৫/০৮/২৩ তারিখের ও ইং ০২/১০/২৩ তারিখের সভা দুটি সভাপতি মহোদয় "সাধারণ সভা" ও "বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে" নিজেই আহ্বান করেছেন, যা বিধি সম্মত নয় এবং বিধি বহির্ভূত সভার মাধ্যমেই কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪। জবাব প্রদানের জন্য আমি ইং ১০/১০/২৩ তারিখ সময় চেয়ে আবেদন করি। কোন নিয়ম কানুন না মেনে ইং ১৮/১০/২৩ তারিখের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে আমাকে কোন প্রকার রেজুলেশন বা মিটিং ছাড়াই বিধি বহির্ভূত ভাবে ইং ১৯/১০/২৩ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সাথে সাথে ঘোষনা করেছেন প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় থেকে তাড়াতে যদি ২ কোটি টাকাও খরচ করতে হয় তাও করবো।এমতাবস্থায় আমি খুবই শংকিত হয়ে পড়েছি।

৫। ইং ২৩/০৬/২০২৩ ও ইং ২৪/০৬/২০২৩ তারিখ (ঈদের ছুটিতে) বিদ্যালয়ের জলাশয় থেকে কোন রকম রেজুলেশন ছাড়াই মাছ মেরে বিক্রি করে কিছু টাকা শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন যা সম্পূর্ন বেআইনি। এই ঘটনা জানাজানি হলে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আলাইপুর রাজ - বাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মৎস্য খামার থেকে মাছ লুটের অভিযোগ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এসেছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় ১২/০৭/২০২৩ তারিখে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার মহোদয়কে তদন্ত করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

উপজেলা মৎস্য অফিসার ৩৩০২, ৪৭১২.৫০১, ৩৬.০০১.২৩ স্মারকের তারিখ ইং ০৭/০৮/২৩ পত্রের মাধ্যমে ইং ০৮/০৮/ ২৩ তারিখ ১১.০০ ঘটিকায় অভিযোগের তদন্ত করেন।

কিন্তু অদ্যাবধি রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর থেকে আমার উপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। আমাকে মাছ বিক্রির টাকা দিতে গেলে, বিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দেওয়ার অনুরোধ করলে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং অপ প্রচার করতে থাকেন প্রধান শিক্ষক এই দরখাস্ত করিয়েছেন যা মোটেই সত্য না। এরপর থেকে শিক্ষকদের বিভিন্ন রকম উসকানি দিয়ে আমার উপর ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন। ম্যানেজিং কমিটি গঠন থেকে কোন রকম নিয়ম মানতে রাজি নন। সবকিছু গায়ের জোরে চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে আমি সম্মতি না দিলেই শুরু হচ্ছে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র।

৬। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ২০২২ সালে এডহক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনের সময়, তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব শেখর চন্দ্র মন্ডলের বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ শ্রেনির ৪ (চার) জন শিক্ষার্থী শ্লীলতা হানির অভিযোগ করেন। যা তিনি এলাকার ইউপি সদস্যকে

সত্যতা জানার জন্য অনুরোধ করেন এবং পরবর্তীতে ইং ২৭/০৯/২২ তারিখের ১১/২২ নং মিটিং এর মাধ্যমে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।ছাত্রীদের বক্তব্য লিখে নিয়ে তদন্ত কমিটি ইং ০২/১০/২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। কিন্তু মিঃ শেখর চন্দ্র মন্ডল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে তার বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঘটনা ধামা চাপা দেন।

শিক্ষার্থীরা যেহেতু আমার সন্তান তুল্য, আমি এর প্রতিবাদ করায় আমাকেও বিভিন্ন রকম হুমকি ধমকি প্রদান করেন এবং এই বিষয়ে আমাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে দেননি। এখন নিয়মিত কমিটির সভাপতি হয়ে এই শেখর চন্দ্র মন্ডলের কু পরামর্শে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করেছেন।

৭। পারফরমেন্স বেজড গ্রান্টস ফর সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশন (পিবিজি এস আই) স্কিমের আওতায় ২০২২ - ২০২৩ অর্থ বছরে

বিদ্যালয়ের অনুকূলে ৫,০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ইং ২২/০৬/২০২৩ তারিখ বিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলে জমা হয়েছে যা ইং ২১/০৯/২৩ তারিখের মধ্যে স্কীম প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট, উৎসকর আয়কর প্রদান পূর্বক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে বিল ভাউচার জমা দেওয়ার নির্দেশনা ছিল কিন্তু শুধু মাত্র কমিটির বে-আইনি কর্মকান্ডের জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত মানা সম্ভব হয়নি । সভাপতির দাবি সাদা কাগজে রেজুলেশন করতে হবে, যা নিয়ম বহির্ভুত।

৮। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী করে ইং ১৫/০৯/২৩ তারিখের মধ্যে মাউশি অধিদপ্তরের EMIS এর IMS মডিউলে প্রদান করার নির্দেশনা পেয়ে সভাপতি মহোদয়কে জানালেও কোন রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে অনেক অনুরোধের পর ইং ১১/০৯/২০২৩ তারিখে মিটিং হয়, রেজুলেশন হয় কিন্তু সভাপতি মহোদয় স্বাক্ষর না করে সাদা কাগজে রেজুলেশন করতে হবে বলে চলে যান। দৈনন্দিন খরচ সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন খরচের জন্য সাধারণ তহবিল থেকে টাকা উত্তোলনের অনুরোধ করলে পরে জানাবো বলে চলে যান। উপায়ান্তর না পেয়ে নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে ওয়েব সাইটের ঠিকানা প্রস্তুত করতে সক্ষম হই । বরাবরই তিনি সরকারী নির্দেশনা পালনে আমাকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন।৯। NTRCA কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের শূন্যপদের বিপরীতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে জনাব অর্চনা মল্লিক,ব্যাচনং - ০৯ রোলনং- ৩০৭১৬৬৯০কে ইং ১৯/১০/২০২৩ তারিখে মধ্যে নিয়োগের দানের সুপারিশ করেন। জনাব অর্চনা মল্লিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয়ের নিকট মিটিং আহ্বানের তারিখ ও সময় চাইলে তিনি নানা রকম টাল বাহানা শুরু করেন। উপায়ান্ত না পেয়ে আমি পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে ইং ১/১০/২৩ তারিখের নোটিশের মাধ্যমে ইং ০৮/১০/২৩ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় সভা আহ্বান করি । সভায় (ছয়) ০৬ জন সদস্য উপস্থিত হন কিন্তু ঐ একই কথা "রেজুলেশন বহি ব্যাতিরেকে সাদা কাগজে রেজুলেশন লিখতে হবে (ধারা-৩৭) আমি অস্বীকার করার সভায় কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়ে যায়। আমি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয়কে ঘটনা অবহিত করি । ইং ০৬/১০/২৩ তারিখ পত্র দিয়ে সভাপতি মহোদয় আমাকে পুনর্বার সভা আহ্বান করতে বলেন। আমি ইং ১১/১০/২৩ তারিখ পত্র পাওয়া মাত্রই বিদ্যালয়ের মিটিং আহ্বান সংক্রান্ত নোটিশ খাতায় ইং ১৫/১০/২৩ তারিখ জরুরী সভা আহ্বান করি। কিন্তু পিয়ন নোটিশ নিয়ে গেলে কোন সদস্য স্বাক্ষর করতে রাজী হয়নি।একই কথা, সাদা কাগজে নোটিশ করতে হবে ও সভাপতি স্বাক্ষর করতে নিষেধ করেছেন, পিয়ন তার লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। কোন উপায় না পেয়ে আমি NTRCA চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর চিঠি লিখে জানাই। উপপরিচালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা, জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বটিয়াঘাটা খুলনা, মহোদয়ের নিকট অনুলিপি

প্রদান করি। জেলা শিক্ষা অফিসার মহোদয় অনুলিপি পেয়েই, সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেন। জনাব বাবুল হাওলাদার সহকারী পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা অফিস খুলনাকে দায়িত্ব প্রদান করলে স্যারের মধ্যস্থতায় বিদ্যালয়ের রেজুলেশন খাতায় রেজুলেশন করে, জনাব অর্চনা মল্লিককে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সভাপতি সহ ০৬ জন স্বাক্ষর করেন, বাকীরা পরে করবো বলে এড়িয়ে যান। এভাবে সকল সরকারী নির্দেশনা পালনে প্রতি মুহূর্তে আমাকে বাধা প্রদান করছেন।

১০। বিদ্যালয়ের নিয়মিত ম্যানেজিংকমিটি গঠনে, সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কমিটি অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আবেদন করতে হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সভাপতির জীবন বৃত্তান্ত, যাহা পরিশিষ্ট "ক" ফর্মের মাধ্যমে পূরন করে জেলা শিক্ষা অফিসার বা ডিডি মহোদয়ের মন্তব্য সহ প্রেরণ করতে হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার অনুরোধ সত্ত্বেও সভাপতির জীবন বৃত্তান্ত নিজের ইচ্ছামত ফর্মে প্রস্তুত করে দিয়েছেন, যেখানে পেশার ঘরে লিখেছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক, যাতে জেলা শিক্ষা অফিসার বা ডিডি মহোদয়ের কোন মন্তব্য নেই যা মোটেই আইন সিদ্ধ হয়নি।

সভাপতি অমলেশ মল্লিক কোন সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত নন। তিনি শুধু মাত্র একজন কাপড় ব্যবসায়ী । সভাপতি মনোনয়নের জন্য যোগ্যতা হতে হবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অথবা অবসর প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বা খ্যাতিমান সমাজ সেবক । জনাব অমলেশ মল্লিক তঞ্চকি পন্থা অবলম্বন করে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইং ২৩/০৩/২০২৩ তারিখ বোর্ডে আবেদন করতে আমাকে বাধ্য করেন।

অতএব, মহাত্মন সমীপে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত করে সকল বিষয়ে ও বিদ্যালয়ের স্বার্থে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক আমাকে প্রদত্ত ইং ১৮/১০/২৩ তারিখের বরখাস্তাদেশের কার্যকারীতা সাময়িক ভাবে স্থগিত মর্মে বিহিতাদেশ দানে মর্জি হয়।

বিনীত,
আপনার বিশ্বস্ত,

শুভঙ্কর মন্ডল
প্রধান শিক্ষক
ইনডেক্স নং-১০০৫৮০:
আলাইপুর রাজবাঁধ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কৈয়া বাজার, বটিয়াঘাটা, খুলনা

সংযুক্তি

১। ইং ৩০।০৭।২৩ তারিখের রেজুলেশন বহিও নোটিশ বহি চেয়ে সভাপতি মহোদয়ের পত্রের ছায়ালিপি।
২। ইং ০৭/০৮। ২৩ তারিখের সভাপতি বরাবর প্রধান শিক্ষকের পত্রের ছায়ালিপি।
৩। ইং ০৩/০৯/২০২৩ তারিখের বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উপস্থাপনের জন্য সভাপতি পত্রের ছায়ালিপি।
৪। ইং ১৪/০৯/২৩ তারিখের সভাপতি বরাবর প্রধান শিক্ষকের পত্রের ছায়ালিপি
৫। ইং ০৩/১০/ ২৩ তারিখের সভাপতি কর্তৃক কারণ দর্শানো পত্রের ছায়ালিপি।
৬। ইং ২৫/০৮/২০২৩ তারিখ ও ইং ২/১০/২৩ তারিখ সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গনে সাধারণ সভা আহ্বান সংক্রান্ত পত্রের ছায়ালিপি।
৭। ইং ১০/১০/২৩ তারিখের সময় চেয়ে প্রধান শিক্ষকের আবেদনের ছায়ালিপি।
৮। ইং ১৮/১০/২৩ তারিখের সভাপতি মহোদয় কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তদেশের ছায়ালিপি।